PRINT

সমকাল

কলেজের জমিতে সরকারি টাকায় আবাসনের রাস্তা

১১ ঘণ্টা আগে

আবু তাহের, কক্সবাজার

কক্সবাজার সরকারি কলেজের জমি ভরাট করে এক প্রভাবশালীর আবাসন প্রকল্পের জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। দিন-রাত মাটি ভরাট করে সরকারি এই জমি দখল করা হলেও কর্তৃপক্ষ নীরব ভূমিকায়। অন্যদিকে কলেজের নাম দিয়ে এই রাস্তা নির্মাণে সরকারি তহবিলের ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য। অথচ কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেছে, তারা এই প্রকল্পের ব্যাপারে কিছুই জানে না। সরকারি জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ করার জন্য জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে চিঠি দিয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ।

কক্সবাজার সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম ফজলুল করিম চৌধুরী জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, রাতের আঁধারে কলেজের জমি জবরদখল করে স্থানীয় প্রভাবশালী এফাজ উল্লাহ একদল সন্ত্রাসী নিয়ে মাটি ভরাট করছেন। একটি হাউজিং প্রকল্পের সুবিধার্থে ওই রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। রোববার গভীর রাতে মাটি ভরাট শুরু করলে তিনি টেলিফোনে কক্সবাজার সদর থানা পুলিশকে অবহিত করেন। পুলিশ এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। পুলিশ চলে যাওয়ার পর তারা আবার মাটি ভরাটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যক্ষ ফজলুল করিম বলেন, স্থানীয় প্রভাবশালী এফাজ উল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে কলেজের মালিকানাধীন জমি জবরদখল করার চেষ্টা করে আসছে। আগেও একাধিকবার জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা চালায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রতিকার চেয়ে আদালতে

মামলা করেছেন। আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে। অথচ আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রভাবশালী ওই ব্যক্তি এবার কলেজের জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, থানা পুলিশকে অবহিত করা হলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। অবৈধভাবে সরকারি জমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, স্থানীয় প্রভাবশালী এফাজ উল্লাহর হাউজিং প্রকল্পে যাওয়ার জন্য কলেজের জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণের জন্য সরকারি তহবিল থেকে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়ে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন স্থানীয় সাংসদ সাইমুম সরওয়ার কমল। কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ছাত্রলীগের কয়েক নেতাকে। সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়াকুব আলী ইমনকে সভাপতি এবং স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা আবদুল মান্নানকে সম্পাদক করে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি করা হয়েছে। প্রকল্পের ঠিকাদারি কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কক্সবাজার কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেনসহ কয়েক জন। সূত্র জানায়, কাজ শুরু করার আগেই

আড়াই লাখ টাকা তুলে নিয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি। এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ ফজলুল করিম চৌধুরী বলেছেন, কলেজের রাস্তা নির্মাণ বা সংস্কারের জন্য কোনো প্রকল্প গ্রহণ বা অর্থ বরাদ্দের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো প্রস্তাব দেয়নি। রাস্তা নির্মাণে সাংসদের অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়ে তিনি অবহিত নন।

কক্সবাজার সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শফিউল আলম শাকিব বলেন, নতুন কোনো সড়ক নির্মাণের জন্য নয়, কলেজে প্রবেশের বর্তমান রাস্তাটি সংস্কারের নামে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এমপি সাইমুম সরওয়ার কমল এই প্রকল্পের প্রস্তাবও অনুমোদন দিয়েছেন। কাজ শুরুর আগেই আড়াই লাখ টাকা অগ্রিম বিল দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন তিনি। কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কীভাবে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে পিআইও কোনো জবাব দেননি।

এ ব্যাপারে সাংসদ সাইমুম সরওয়ার কমল বলেন, 'কক্সবাজার কলেজ ছাত্রলীগ নেতারা কলেজে একটি রাস্তা নির্মাণের জন্য দাবি জানিয়েছিল। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছি।' তিনি এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ইয়াকুব আলী ইমনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি। তবে কক্সবাজার সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সদর-রামু আসনের সাংসদ সাইমুম সরওয়ার কমল কলেজে রাস্তা নির্মাণের জন্য টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। 'শেখ রাসেল'-এর নামে এই সড়কের নামকরণ করা হবে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ কোনো জায়গা দখল করেনি। শেখ রাসেলের নামে সড়ক নির্মাণ করছে। কলেজে প্রবেশের জন্য একটি প্রশস্ত সড়ক থাকার পরও কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া পাশে আরেকটি রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা কেন হলো- এই বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেননি তিনি।

স্থানীয় একজন জনপ্রতিনিধি জানান, প্রভাবশালী এফাজ উল্লাহ তার হাউজিং প্রকল্পে যাতায়াতের সুবিধার্থে কলেজের জমিতে একটি রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা করছেন দীর্ঘদিন ধরে। সর্বশেষ তিনি কলেজ ছাত্রলীগের কিছু নেতাকে ম্যানেজ করে এই কাজে সফল হয়েছেন। তিনি বলেন, কলেজে প্রবেশের জন্য প্রধান একটি সড়ক থাকার পরও আরও একটি রাস্তা হলে কলেজ ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

কক্সবাজার সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফরিদ উদ্দিন খোন্দকার বলেন, অধ্যক্ষের অভিযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রেরণ করেছেন ঘটনাস্থলে। তাদের কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, বাস্তবে মাটি ভরাটের কাজে জড়িত রয়েছেন কক্সবাজার সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।

কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. কামাল হোসেন বলেন, কলেজ অধ্যক্ষের অভিযোগ পেয়ে সরেজমিন তদন্তে পাঠানো হয়েছে কক্সবাজার সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নাজিম উদ্দীনকে। এ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কক্সবাজার সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জানান, 'জেলা প্রশাসকের নির্দেশে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দেখতে পেয়েছি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাই সেখানে রাস্তা নির্মাণ করছে। যতদূর জেনেছি এমপি মহোদয়ের দেওয়া একটি প্রকল্প নিয়েই রাস্তাটি নির্মাণ করা হচ্ছে।'

কক্সবাজার সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নোমান হোসেন জানান, সরকারি কলেজে এ রকম প্রকল্পের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com